28.06.2018
04:32 PM

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার নামে

মহান জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট আলোচনার উপর

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সমাপনী বক্তব্য

[২৭ জুন ২০১৮, বুধবার]

সূচনা

মাননীয় স্পীকার

১। বিগত ৭ জুনে আমি এই মহান সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করি। আমি বাজেট প্রস্তাব উত্থাপনকালে বলেছি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের দশম এবং আমার মোট বারোটি বাজেটের শ্রেষ্ঠতম বাজেট হচ্ছে এইটি। আমি আরও বলেছি যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে একজন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক শীর্ষনেতা এবং আমাদের দেশের মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য তনয়া দেশরত্ন শেখ হাসিনার উপর্যুপরি দুই মেয়াদের শেষটি এই বাজেট এবং এই ১০টি বাজেটেই তার পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশনা আমার বাজেটগুলোকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছে।

২। এই বাজেট প্রস্তাব পরবর্তী ১৯ দিন ধরে ইলেক্ট্রনিক ও মুদ্রিত মাধ্যমে, এই মহান সংসদে এবং ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনাকালে ভালো-মন্দ সমালোচনা হয়েছে এবং অনেক পরামর্শ আমি পেয়েছি। যারা বাজেট প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে এবং তার সঙ্গে নিজেদের মতামত যুক্ত করে মন্তব্য দিয়েছেন তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

৩। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের মতামত বাজেট প্রস্তাব চূড়ান্তকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সংসদের বাইরেও অর্থনীতিবিদ, গবেষণা সংস্থা, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠন, সংবাদপত্রসমূহ এবং সর্বস্তরের জনগণ প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা/সমালোচনা করেছেন। এতে একটি মন্তব্য করা যায় যে, বাজেট বিষয়ে জনগণের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে এবং আমরা জনগণকে এ প্রক্রিয়ার সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। বাজেট বিষয়ক আলোচনা/ সমালোচনা আমরা সব সময়ই সাদরে গ্রহণ করেছি। আমরা দাবি করি যে, আমাদের সরকার জনগণের সরকার। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। এজন্য গঠনমূলক এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আমাদের যথোপযুক্ত নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করে। তবে, কখনও কখনও বেশ হতাশ হই যখন দেখি আমাদের প্রস্তাবাবলীর যথাযথ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ছাড়া কেবল সমালোচনার খাতিরে কেউ কেউ গতানুগতিক সমালোচনা করেন।

৪। আমাদের সরকার ২০০৯ সালে থেকেই যে দু'টি বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেয় তা হলো রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি এবং বাজেটের আয়তনের প্রসার। রাজস্ব আদায় গতিশীল না হলে রাষ্ট্রের সেবা প্রদানের ক্ষমতা বিঘ্নিত হয়। বাজেটের আয়তন বাড়লে রাষ্ট্র নানা ধরনের সেবা দিতে সক্ষম হয়।

৫। মোটাদাগে অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ চহিদা তথা ভোগ ও বিনিয়োগ এবং বহি:স্থ চাহিদা তথা রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায়। বেসরকারি খাতের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ সৃজন, শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, কৃষিখাতে অব্যাহত প্রবৃদ্ধি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাসে কর কাঠামে সংস্কার, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে আয় হস্তান্তর ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করার কথা বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়। এ সকল নীতি-কৌশল এবং তার সাথে সম্পৃক্ত খাতভিত্তিক বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে বাজেট বক্তৃতায়। দেশের আর্থ-সামাজিক বিদ্যমান বাস্তবতায় এসব বিষয়ে দ্বিমত করার তেমন সুযোগ নেই।

৬। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিফলন নেই মর্মে উল্লেখ করেছেন কোন কোন সংস্থা। বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নকালে আমরা যেসব প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়েছি তার মধ্যে অন্যতম ছিল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি। এর সুস্পষ্ট উল্লেখ বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে।

বক্তব্য

মাননীয় স্পীকার,

৭। আমরা আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৭.৮ শতাংশ। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাবমতে বিগত দুই বছরের মত চলতি অর্থবছরেও আমরা লক্ষ্যমাত্রা (৭.৪ শতাংশ) ছাড়িয়ে ৭.৬৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে যাচ্ছি। আপনি জানেন যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.০৫ শতাংশ, যার বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭.১১ শতাংশ। এর পরবর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয় ৭.৪ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির এ শক্তিশালী ধারা সামনের দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৮। প্রবৃদ্ধির সঞ্চালক গুরুত্বপূর্ণ চলকসমূহের সাম্প্রতিক গতিধারা ও অনুকূল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমার এ দাবির স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশেষ করে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিগুলোর মধ্যে রেমিট্যান্স, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, রফতানির গতিধারা বর্তমানে অনেক বেশি শক্তিশালী। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাস আয় বেড়েছে ১৭.৫ শতাংশ। অথচ বিগত অর্থবছরের একই সময়ে প্রবাস আয় ১৪.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। রফতানির ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশ, বিগত অর্থবছরে যা ছিল মাত্র ৩.১ শতাংশ। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ইতিবাচক ধারা এবং দেশের প্রধান রফতানি পণ্য তথা তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের ফলে রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে গতিশীলতা আসায় এসময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধিও অনেক বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৫.২ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১১.৭ শতাংশ। অন্যদিকে, এপ্রিল ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৭ শতাংশ। এছাড়া, ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হারের ব্যবধান হ্রাসের ধারাও অব্যাহত আছে। সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হার ব্যবধান (spread) এপ্রিল ২০১৭ এর ৪.৬৫ শতাংশ হতে এপ্রিল ২০১৮-এ ৪.৪৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সুদের হারের ব্যবধান হ্রাস ও বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

৯। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছি যে, এইটি বেশ আশাব্যঞ্জক। মুদ্রাবাজারের সাময়িক তারল্য ভারসাম্যহীনতা নিয়েও আমি আলোচনা করেছি। এই দু'টি বিষয়ে অনেক শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তার জবাবে আমি বলতে পারি যে, আমরা এবিষয়ে সচেতন এবং নানাভাবে আমরা আমাদের সামগ্রিক গতিশীলতা বজায় রাখতে উদগ্রীব। সৌভাগ্যবশত আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং রফতানি এবং প্রবাস আয়ের গতিশীলতা আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখছে। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবচিতি ঘটছে। যদিও এটা রফতানি এবং প্রবাস আয়ের অনুকূল; তবুও এক্ষেত্রে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত: বছরের প্রথমদিকে কিছুটা ফসলহানি হলেও সার্বিকভাবে এই বছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হব। মূল্যস্ফীতির হারও আমাদের প্রক্ষেপণের মধ্যেই থাকবে বলে মনে হয়। আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছি যে, আমার সব বাজেটই নির্বাচনী বাজেট। সেই কারণে এবার বাজেটে নির্বাচনকেন্দ্রিক কোন বরাদ্দের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ কোন আলোচক দিতে পারেন নি।

১০। বাজেটের আকার নিয়ে যখন কথা বলা হয় তখন এক উচ্চাভিলাষী, নির্বাচনী বাজেট, বাস্তবায়নের অযোগ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে, খাতভিত্তিক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতা নিয়ে অনেকে কথা বলেন। সময়ের বিবর্তনে ও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য-প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ সম্পদ বন্টনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ফলে, অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বন্টনগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করতে গিয়ে সরকারকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। বলাবাহুল্য, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে নতুন-পুরাতন, সকল খাতেই বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ অনেকখানি বেড়েছে। জিডিপি ও বাজেট আকার একই সাথে অনেক বাড়ায় জিডিপিভিত্তিক বা বাজেটভিত্তিক পরিবর্তন তেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে, বিজ্ঞজনদের সাথে আমরাও একমত যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়নসহ মৌলিক খাতসমূহে যথোপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারলে আমরা প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে পারতাম। এটুকু বলতে পারি যে, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি। আমার বিশ্বাস, সম্পদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় শীঘ্রই আমরা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারবো। মৌলিক খাতসমূহ পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো ও সংরক্ষণে যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চালনে সক্ষম হবো। বাজেট বাস্তবায়নেও বর্তমান অর্থবছরে আমাদের কৃতিত্ব

প্রশংসনীয়। বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এছাড়া আগামী অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকদের ক্ষমতায়িত করা হয়েছে।

১১। আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা নিয়ে অনেক বক্তব্য সংসদে এবং সংসদের বাইরে ক্রমাগত দেয়া হচ্ছে। আর্থিক খাতের সংস্কার নিয়ে নানা কথা উঠেছে এবং আমার বিরুদ্ধে এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও করা হয়েছে। আমি স্বীকার করি যে, আমাদের সরকারি ব্যাংকগুলোর অবস্থা সকলের প্রত্যাশার পর্যায়ে নেই এবং এগুলোর মূলধন আমরা পুনর্ভরণ করে যাচ্ছি। এখানে বুঝতে হবে যে, তারা অনেক সময়ই বাণিজ্যিক বিবেচনায় লেনদেন করতে পারে না। যেমন- সরকারের হুকুমে তাদের বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে ঋণ দিতে হয়। ব্যক্তিমালিকানা খাতের ব্যাংকগুলো সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, সেগুলোতে লুটপাট হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানা খাতের একটি সমস্যা হচ্ছে যে, সেখানে বিভিন্ন ব্যাংক একে অন্যকে সাহায্য করে এবং এক ব্যাংকের পরিচালক অন্য ব্যাংকের ঋণ পেয়ে থাকেন। এ সম্বন্ধে আমি আগামী মাসে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করছি যা এই মুহূর্তে আলোচনা করা সম্ভব হবে না।

১২। কর্মসংস্থান নিয়ে অভিযোগ উঠেছে যে, এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কোন উদ্যোগ নিই নি। এই অভিমতটি একান্তই ভিত্তিহীন। আমাদের সরকার ২০০৯ সালে একটি **'ন্যাশনাল সার্ভিস'** প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু একসঙ্গে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য এই প্রকল্পটি ২০০৯ সাল থেকেই প্রতিবছর কয়েকটি থানায় শুরু করা হয়। তার ফলে এদেশে কর্মসংস্থানে তেমন অসুবিধা হয় না। এছাড়া মনে রাখা উচিত যে, আমরা প্রতিবছর নিম্নতম ৫ লাখ শ্রমিককে বিদেশে প্রেরণ করি। চলতি অর্থবছরে এই খাতে ১০ লক্ষাধিক শ্রমিককে বিদেশে পাঠানো গিয়েছে। এছাড়াও দেশে দক্ষতা আহরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় বহু প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৩। বিভিন্ন খাত সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য দেয়া হয়েছে এবং প্রতিটি বক্তব্যের শেষ বিষয়টি ছিল এলাকার উন্নয়ন। এক্ষেত্রে আমাদের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সারাদেশেই পূর্তকর্মে ব্যস্ত থাকে এবং তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ হলো এক হিসাবে সর্ববৃহৎ। বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতের বিষয়ে সর্বত্র সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার পক্ষে বক্তব্য এসেছে। স্বাস্থ্য খাতে এবং শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি এসেছে। দাবি যুক্তিসঙ্গত কিন্তু আমাদের বাজেট তো এখনো জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে খুবই নিম্নমানের। যোগাযোগ খাতে সড়ক ও সেতু নির্মাণে অগ্রগতি নন্দিত হয়েছে যদিও সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে ভীতি প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপিপি কার্যক্রমে সাফল্য এই খাতে উন্নয়ন সম্ভব করে তুলছে।

১৪। শিক্ষাখাতের একটি বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে চাই। প্রায় ৯ বছর এমপিওভুক্তি বন্ধ রাখার পরে আগামী ১লা জুলাই থেকে এমপিওভুক্তি খাতে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে এমপিও ব্যবস্থাটি পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেক এলাকায়ই কিছু বরাদ্দ দেয়া হবে। জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরির জন্য অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

১৫। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি নিয়ে আমরা প্রশংসিত হয়েছি। এই বিষয়ে আমরা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছি। বিভিন্ন দুর্গত গোষ্ঠিকে সাহায্য করার জন্য ভাতার পরিধি ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যাচ্ছি। এই নিরাপত্তা কৌশলকে আরো সুসমন্বিত, শক্তিশালী ও সার্বজনীন করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একদিকে এইসব সমালোচনা পরামর্শ দীর্ঘ সময় সংসদে বসে শুনেছেন এবং অন্যদিকে আমার সঙ্গেও মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন কর ও শুল্ক বিষয়ক সুপারিশও শুনেছেন। সব কিছু বিবেচনা করে তিনি সার্বিক বাজেট প্রস্তাবের উপর তার বিস্তৃত বক্তব্য রেখেছেন। এবং বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তার নিজস্ব মন্তব্য পেশ করেছেন এবং আমার জন্য বিশেষ করে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। তাকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। তবে বলতে পারি যে, তাঁর উপদেশ আমার কাছে বাস্তবেই নির্দেশনা।

মাননীয় স্পীকার,

১৭। আমি মহান জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পেশকালে উল্লেখ করেছি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ০৭ জুন, ২০১৮ তারিখে মহান সংসদে উপস্থাপিত বাজেট প্রস্তাবে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধিমালার উপর কতিপয় সংশোধন/সংযোজন/পরিমার্জন অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত কয়েকদিন এগুলোর উপর মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যবর্গ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ব্যবসায়ী মহলও অনেক প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রাপ্ত মতামত আমরা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেছি। পর্যালোচনান্তে কতিপয় প্রস্তাব পূনর্বিবেচনার ও কতিপয় নতুন প্রস্তাব মহান সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

১৮। তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-

(ক) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবাকে অধিকতর সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ইন্টারনেট সেবার উপর প্রযোজ্য ভ্যাট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(খ) ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে কম্পিউটার ও এর যন্ত্রাংশের উপর পূর্বের ধারাবাহিকতায় মূসক অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

(গ) দেশীয় মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বহাল রেখে এ শিল্পের অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধুমাত্র স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(ঘ) বেসিস ও ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে সোশ্যাল মিডিয়া ও ভার্চুয়াল বিজনেস সেবা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞা সংশোধন করে যুগোপযোগী করার প্রস্তাব করছি।

১৯। (ক) জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং ধূমপায়ীর সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নস্তরের সিগারেটের প্রতি দশ শলাকার মূল্য ৩২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা এবং অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের প্রতি দশ শলাকার মূল্য ১০১ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০৫ টাকা করার প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য, এ বাজেটেই সিগারেটের অন্যান্য স্তরে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সিগারেট উৎপাদনে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়েছি। কারণ এই ব্র্যান্ডগুলোতে ক্ষতিকর উপাদান কিছুটা কম। তবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এখন থেকে নিম্নস্তরের কোন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড উৎপাদন করা যাবে না।

(খ) জর্দা ও গুল সরাসরি গ্রহণ করার কারণে এর ক্ষতিকর প্রভাব অনেক বেশী। তাই এ দুটি পণ্যের উপর মূল্য বাজেটে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। বর্তমানে শুল্ক-করসহ মূল্যের পূর্বের অভিঘাত অপরিবর্তিত রেখে প্রতি গ্রাম জর্দার ট্যারিফ মূল্য ১.২০ টাকা এবং প্রতি গ্রাম গুলের ট্যারিফ মূল্য ০.৬০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২০। (ক) গ্রামের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগনসহ দেশের সকল মানুষ শীতের সময় ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম জেলীর উপর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

(খ) এনার্জি বাল্বের উচ্চ মূল্য থাকায় গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তা ব্যবহার করতে পারেনা। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দ্বারে দ্বারে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর অঙ্গিকার বাস্তবায়ন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিকট বিদ্যুৎসেবাকে সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে অর্থবছরে ফিলামেন্ট বাল্বের উপর আরোপিত ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

২১। (ক) মোটরসাইকেল শিল্পের অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে দেশীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ভ্যাট অব্যাহতি বহাল রেখে সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৭ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(খ) ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি এর বিপরীতে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিবর্তে নীট ৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(গ) বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে এয়ার লাইন্সসমূহের বন্দর সেবার উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ইতোপূর্বে এ সেবার বিপরীতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য ছিল।বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ সেবার উপরে ভ্যাট প্রযোজ্য। ফলে, এ সেবার উপর ৭ জুন, ২০১৮ তারিখে প্রদত্ত ভ্যাট অব্যাহতি উক্ত তারিখ হতে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

২২। কর আরোপ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মওকুফ, বিদ্যমান কর হার ও কর ভিত্তির যৌক্তিকীকরণ প্রস্তাবসহ আমার পেশকৃত অন্যান্য পদক্ষেপগুলো মহান সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে একটি ব্যবসায় ও করদাতা বান্ধব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও মূল্য সংযোজন কর আহরণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মাননীয় স্পীকার,

২৩। বাজেট ঘোষণার পর প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন/মতামত বিবেচনায় নিয়ে আমদানি পর্যায়ের শুল্ক-করের ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপঃ

২৪। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে মূসক নিবন্ধিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Filled Milk Powder (H.S. Code 1901.90.11) বাল্কে আমদানিতে এর আমদানি শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১০% হারে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। এতে দেশীয় দুগ্ধ খামার শিল্প অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারে। তাই দেশিয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে Filled Milk Powder (H.S. Code 1901.90.11) এর আমদানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে পূর্বের ন্যায় ২৫% করার প্রস্তাব করছি।

২৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে Dry Mixed Ingredent (DMI) এর শুল্ক ১০% হতে ১৫% এ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। Dry Mixed Ingredent (DMI) দেশের জনসাধারনের পুষ্টির ঘাটতি পুরণের একটি স্বাস্থ্যকর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিবেচনায় দেশের জনসাধারণের পুষ্টির ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে শুধুমাত্র খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাল্কে আমদানিতে Dry Mixed Ingredent (DMI) (H.S. Code 1901.90.20) এর আমদানি শুল্ক পূর্বের ন্যায় ১০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৬। Natural Barium Sulphate (H.S. Code 2511.10.00 এবং 2511.20.00) ব্যাটারীসহ বিভিন্ন শিল্পে মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পণ্যটি আমদানিতে ১০% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল বিবেচনায় পণ্যটির আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করছি।

২৭। দেশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান দেশের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পণ্যসমূহের উপর বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। পণ্যসমূহের শুল্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিরক্ষণ প্রদানের জন্য অক্সিজেন (H.S. Code 2804.40.00), নাইট্রোজেন (H.S. Code 2804.30.00), আর্গন (H.S. Code 2804.21.00), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (H.S. Code 2811.21.00) এর আমদানি শুল্ক-৫% নির্ধারণ করে রেগুলেটরি ডিউটি ০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

২৮। হেপাটাইটিস-সি রোগের ঔষধ বর্তমানে দেশে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু উক্ত পণ্যের কাঁচামাল Daclatasvir HCL এবং Velpatasvir এর জন্য Bangladesh Customs Tariff (BCT) এ কোন সুনির্দিষ্ট এইচএস কোড না থাকায় উক্ত পণ্য আমদানিতে ৫% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হয়। হেপাটাইটিস-সি রোগের ঔষধের অন্যান্য কাঁচামালের ন্যায় বর্ণিত কাঁচামাল দুইটিকে H.S. Code 2942.00.10 এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। ফলে পণ্য দুটির উপর আমদানি শুল্ক ০% প্রযোজ্য হবে।

২৯। অর্থ বিল, ২০১৮ তে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিলে হেডিং ৩৮.২৪ এর অধীন এইচএস কোড ৩৮২৪.৯০.২০ এর বিপরীতে উলিস্নখিত পণ্যের উপর ১০% সম্পূরক শুল্ক আরোপিত রয়েছে। কিন্তু Bangladesh Customs Tariff এ উক্ত H.S. Code না থাকায় তা করণিক ত্রুটি হিসেবে সংশোধন প্রয়োজন। এ অবস্থায়, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিলে হেডিং ৩৮.২৪ এর অধীন এইচএস কোড ৩৮২৪.৯০.২০ এর পরিবর্তে ৩৮২৪.৯৯.২০ প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

৩০। SIM card or Smart card প্রস্তুতে কাঁচামাল হিসেবে Unprinted PVC Sheet ব্যবহৃত হয়। SIM card or Smart card উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্যটি আমদানিতে ১৫% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। অপরদিকে পণ্যটির বর্ণনায় Unprinted শব্দটি না থাকায় Printed অথবা Unprinted PVC sheet উভয়ের আমদানিতে সমহারে ১৫% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হচ্ছে। পণ্যটির শুল্ক হ্রাস ও বর্ণনা সুনির্দিষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের বর্ণনায় Unprinted শব্দটি সংযোজন করে Unprinted PVC Sheet (H.S. Code 3920.49.40) এর আমদানি শুল্ক ১৫% হতে হ্রাস করে ১০% করার প্রস্তাব করছি।

৩১। ঔষধ শিল্প খাতের অন্যতম উপকরণ মোড়ক তৈরিতে PVC Film এবং Unprinted Nylon film কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পণ্য দুইটি আমদানিতে বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান শুল্ক হ্রাসের জন্য এবং দেশীয় ঔষধ শিল্পের মোড়ক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনা প্রদানের জন্য শুধু Medical Instrument প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিতে PVC Film (H.S. Code 3920.49.30) এবং Unprinted Nylon film (H.S. Code 3920.92.20) এর আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করছি।

৩২। বর্তমানে দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বমানের গুণগতমান সম্পন্ন কোল্ড রোল্ড এবং কালার কোটেড কয়েল বা শীট তৈরি করছে। হেডিং ৭২.১০ ভুক্ত এজাতীয় অধিকাংশ পণ্যের উপর ২৫% আমদানি শুল্ক বিদ্যমান থাকলেও H.S. Code 7210.11.00, 7210.12.00, 7210.20.00, 7210.50.00 এর উপর ১০% আমদানি শুল্ক

আরোপিত আছে। বর্তমানে এইসব পণ্যের উৎপাদন শুরু হয়েছে। দেশীয় অগ্রসরমান এই শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য হেডিং ৭২.১০ ভুক্ত উক্ত এইচএস কোডসমূহের বিপরীতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করার প্রস্তাব করছি।

৩৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে ০.২৫ এমএম পুরুত্বের ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্ট (এইচএস কোড ৭২১০.৬১.১০) এবং ০.৩০ এমএম পুরুত্বের ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্ট (এইচএস কোড ৭২১০.৭০.১০) রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিতে ৫% আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়। ফলে দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অসমপ্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হচ্ছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০.২৫ এমএম পুরুত্বের ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্ট (এইচএস কোড ৭২১০.৬১.১০) এবং ০.৩০ এমএম পুরুত্বের ফ্লাট রোল্ড প্রোডাক্ট (এইচএস কোড ৭২১০.৭০.১০) আমদানিতে আমদানি শুল্ক পূর্বের ন্যায় ১০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৪। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে Leaf spring আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক ২০% হতে হ্রাস করে ১০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু দেশীয় লীফ স্প্রিং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে এবং দেশীয় শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হবে বিবেচনায় নিয়ে এবং দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য Leaf spring (H.S. Code 7320.10.00) এর আমদানিতে প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে পূর্বের ন্যায় ২০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৩৫। ২০১৭ সনে WCO কর্তৃক পণ্যের H.S. Code সমূহে আনীত পরিবর্তন Customs Act, 1969 এর FIRST SCHEDULE এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত অন্তর্ভুক্তিকরণ কালে একটি করণিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ WCO Subheading 8456.10. বিলুপ্ত করে Subheading 8456.11. & 8456.12. সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ভুলবশত: FIRST SCHEDULE এ H.S. Code 8456.10.00 বিদ্যমান রয়ে গেছে। এ অবস্থায়, FIRST SCHEDULE হতে H.S. Code 8456.10.00 বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩৬। বর্তমানে দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ৭৫০ ওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতার মোটর তৈরি করছে। পণ্যটি আমদানিতে মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা বিদ্যমান থাকায় শুধুমাত্র ১% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হয়। এতে দেশীয় মোটর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে ৭৫০ ওয়াট পর্যন্ত ক্ষমতার Other motor (H.S. Code 8501.10.90, 8501.20.90, 8501.31.90) এবং Other AC motor (H.S. Code 8501.51.00) এর আমদানিতে বিদ্যমান মূলধনী যন্ত্রপাতির শুল্ক সুবিধা প্রত্যাহার করে ৫% আমদানি শুল্ক, ১৫% মূসক, ৫% এআইটি ও ৫% এটিভি আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩৭। টেলিভিশনের Liquid Crystal Device (LCD)/Light Emitting Diode (LED) Panel তৈরিতে Open Cell ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বিসিটিতে Open Cell এর কোন সুনির্দিষ্ট এইচএস কোড না থাকায় শ্রেণিবিন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে টিভি প্যানেল প্রস্তুতে ১৮.৫ ইঞ্চি এবং তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের Open Cell ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Open Cell আমদানির ক্ষেত্রে পৃথক H.S. Code 8529.90.22 সৃজন করে আমদানি শুল্ক ৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। শ্রেনিবিন্যাসের ধারাবাহিকতার স্বার্থে Other parts imported by VAT registered television manufacturing industry পণ্যের জন্য H.S. Code 8529.90.22 পরিবর্তন করে H.S. Code 8529.90.23 হিসেবে পুন: নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৮। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে সফটওয়্যার আমদানিতে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়। উক্ত সংশোধনীতে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশিয় সফটওয়্যার ডেভেলপারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এর প্রেক্ষাপটে যে সকল সফটওয়্যার বর্তমানে দেশে তৈরি হচ্ছে তার শুল্ক-কর বৃদ্ধিপূর্বক এ খাতে প্রণোদনা প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের বর্ণনা (Tariff description) সংশোধনসহ সামগ্রিকভাবে সফটওয়্যার আমদানিতে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

৩৯। Digitalization এর সাথে সাথে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের Digital Card যেমন- Bank Card/Dual interface card/RFID card ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ সমস্ত কার্ডের Module বিদেশ হতে আমদানি করে বর্তমানে তা দেশে তৈরি হচ্ছে। Module এর উপর বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য। দেশিয় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে এ ধরনের Card তৈরির উপকরণ Module এর আমদানি শুল্ক হ্রাসের উদ্দেশ্যে Module এর জন্য পৃথক H.S. Code 8542.31.20 সৃজন করে আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৪০। ডাবল কেবিন পিকআপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ২০০০ সিসি হতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত ডাবল কেবিন পিকআপ আমদানিতে ২৫% রেগুলেটরি ডিউটি বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের পিকআপ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তি বহনের সাথে সাথে হাল্কা মালামাল/যন্ত্রপাতি পরিবহনেও এর ব্যবহার রয়েছে। আমদানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ডাবল কেবিন পিকআপ (এইচএস কোড ৮৭০৪.২১.১৪, ৮৭০৪.৩১.১৪) এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ২৫% হতে হ্রাস করে ২০% করার প্রস্তাব করছি।

৪১। বর্তমান ট্যারিফ হেডিং, এইচএস কোড, শুল্ক-কর হার ও কাঠামো, বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনে স্টেকহোল্ডার কর্তৃক চিহ্নিত ত্রুটি, অসংগতি, অযৌক্তিক শুল্ক-কর কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংশোধন বা যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ট্যারিফ হেডিং, এইচ.এস.কোড সৃজন বা বিলোপ ও শুল্ক-কর হারের অসঙ্গতি দূরীকরণে ও ক্ষেত্র বিশেষে যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি ।

৪২। বর্তমানে বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং ২১৯-আইন/২০১৭/৫৭/কাস্টমস, তারিখ: ০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ আগামী ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ আইনানুযায়ী বাতিল হয়ে যাবে। অন্যান্য বছরের ন্যায় বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি বহাল রাখার লক্ষ্যে রেগুলেটরি ডিউটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও আরোপ সংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার,

৪৩। আপনি জানেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় ২০১৫ সালেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী ২০১৮-তে এসে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। বিগত এক দশকে দেশে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে অভাবনীয়। এ অগ্রগতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব এবং ব্যক্তি উদ্যোগের স্বত:স্ফূর্ত বিকাশের ফসল। উন্নয়ন অভিযাত্রার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গঠন করতে চাই।

৪৪। বাজেট প্রস্তাব উত্থাপনকালে আমি বলেছিলাম "বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা আমাকে বিস্মিত ও স্বপ্নচারী করে। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি কতটা আঘাত সহ্য করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এদেশের জনগণ, স্বল্প সম্পদ ও সীমাহীন সীমাবদ্ধতার মাঝে 'বাসকেট কেস' এর অপবাদ কাটিয়ে একটি দেশ কিভাবে 'উন্নয়ন বিস্ময়' হয়ে উঠে।"

৪৫। আমাদের সরকার জনগণের সরকার। প্রতিটি পদক্ষেপের উপর জনগণের মতামত আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশনা দেয়। তাই সমালোচনা গ্রহণের উদারতা আমাদের রয়েছে। আমাদের সরকার জনগণের পাশে আছে, জনগণ আছে আমাদের সাথে। আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ক্রমশ শাণিত করছি।

৪৬। এবারে সমাপনী বক্তব্যে আমি দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে চাই যে, আমার অশোধনীয় আশাবাদ মোটেই শিথিল হয় নি। আমি বসে আছি 'রূপকল্প-২০৪১' এর প্রারম্ভিক উদ্যোগের প্রথম ফসল একটি নাতিদীর্ঘ বিবৃতির জন্য যেখানে থাকবে রূপকল্পের সূচিপত্র এবং প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য সার-সংক্ষেপ। সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় দেখতে চাই টগবগে যৌবনের অধিকারী দু:সাহসী শরীকদের যারা টেনে উঠাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে। যাদের সেই টানে দারিদ্র্য এ দেশ থেকে হবে বিতাড়িত। ২০৩০ সালে নয় ২০২৪ সালেই আমরা পৌঁছতে চাই সেই শুভলগ্নে। মানুষের অধিকার নিয়ে সবাই বিচরণ করবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।